নীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতীয় মহিলা সংস্থা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিলের অর্থে পরিচালিত

স্বকর্ম সহায়ক ঋণদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা' ২০১৪

প্রকাশকাল ঃ ২০১৪

১.ভূমিকা ঃ

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে মহিলাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ ঋণ কর্মক্ষম, আর্থিক সঙ্গতিহীন মহিলাদের মধ্যে ঘূর্ণায়মান আকারে বিতরণ করা হবে। স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রমের অর্থ সঠিকভাবে বিতরণ ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

এ ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মক্ষম, আর্থিক সঙ্গতিহীন মাহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে। ঋণ গ্রহীতা মহিলাদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড যেমন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার, ছেলে মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ, জন্ম নিবন্ধন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুদের রোগ প্রতিষেধক টিকা ও ইনজেকশন প্রদান, বিশুদ্ধ পানি পান, পরিবেশ-প্রতিবেশ, দুর্যোগ মোকাবেলা, বাল্য বিবাহ রোধ ও যৌতুক নিরোধ বিষয়ে সচেতন করা হবে যা তাদেরকে সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে এবং সমাজে মান মর্যাদা সহকারে সুন্দরভাবে বসবাসে সহায়তা করবে। দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত মহিলা জনগোষ্টির আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতার দিক উম্মোচন করে স্ব কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই এ কার্যক্রমের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৩. তহবিলের উৎস ঃ

দরিদ্র, অসহায় মহিলাদের উৎপাদমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সংস্থার অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ২০ লক্ষ (১৯৯২ সালে বরাদ্দকৃত ২০ লক্ষ ও ১৯৯৬ সালে বরাদ্দকৃত ১ কোটি) টাকা। ভবিষ্যতে উক্ত তহবিলের অনুকূলে সরকার বা অন্য যে কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত অনুদান এ তহবিলে একীভূত করা হবে।

৪. সুবিধাভোগী ঃ

৪.১. জাতীয় মহিলা সংস্থার বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা শাখা বা অন্য কোন কেন্দ্র থেকে বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা নিজ উদ্যোগে কোন বিষয়ে দক্ষতাপ্রাপ্ত মহিলাদের আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে যাচাইপূর্বক ঋণ প্রদান করা হবে।

৪.২. নির্দিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের ঐ ট্রেডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান বিবেচনা করা যাবে।

৪.৩. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন, তবে ঘরে বসে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের ব্যবসা পরিচালনায় আগ্রহী এমন মহিলাদের স্বকর্ম সহায়ক ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

৪.৪. যেসব মহিলাদের ভিটে বাড়ি অথবা কৃষিকাজ/ মৎস্য চাষ/হাঁসমুরগী/পশুপালন/কুটিরশিল্প/তাঁত চালু করার সুবিধা আছে, সেসব মহিলাদের ঋণদান কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৪.৫. এককভাবে বা দল গঠন করে ঋণ নেয়া যাবে। অনধিক ৫ জন মহিলা একত্রিত হয়ে দল গঠন করতে পারবেন।

৪.৬. অস্বচ্ছল, স্বামী পরিত্যক্তা, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, বিবাহিত কিন্তু অস্বচ্ছল মহিলা, অবিবাহিত মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের মহিলা সদস্যকে ঋণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাবে।

৪.৭ কোন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণকারী মহিলা/গ্রুপ/সদস্যকে স্বকর্ম সহায়ক কার্যক্রমের আওতায় কোন রকম ঋণ প্রদান করা যাবে না।

৪.৮. সংস্থার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা ঘূর্ণায়মান ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. তহবিল ও ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ

৫.১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং মুনাফা (ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সুদ/লভ্যাংশ ইত্যাদি) মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫.২ জনসংখ্যা অনুপাতে একটি কিস্তিতে জেলা প্রতি ১.০০ লক্ষ (এক লক্ষ) টাকা থেকে ১.৫০ লক্ষ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত এবং উপজেলা প্রতি ০.৭৫ (পচাঁত্তর হাজার) টাকা থেকে ১.০০ লক্ষ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ হিসেবে প্রদান করা যাবে।

৫.৩ সরকার অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকে সুদযুক্ত সঞ্চয়ী হিসাবে ঋণ তহবিলের অর্থ জমাদান পূর্বক ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে হবে। এ ব্যাংক হিসাবটি সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোন সময় নিরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৫.৪ ঋণের বিপরীতে সরল হারে ৭% সার্ভিস চার্জ আদায় করা হবে। আদায়কৃত মূল ঋণ ও সার্ভিস চার্জ বাবদ গৃহীত সকল অর্থ পৃথক পৃথক একাউন্ট খুলে ব্যাংকে জমা করতে হবে।

৫.৫ ঋণের মূলধন ও সার্ভিসচার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থের নির্ধারিত অংশ জমা করার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয় হতে দুটি পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সহকারী পরিচালক (হিঃ ও অর্থ) এবং জেলা উপজেলা শাখার ব্যাংক হিসাব জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা/উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা কর্মকর্তা/উপজেলা সংগঠক/অফিস সহকারী (যেখানে উপজেলা সংগঠক নেই) এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৫.৬ আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ এর ৫০% অর্থ ও ব্যাংক সুদের অর্থ মূলধন তহবিলে জমা করা হবে। সার্ভিস চার্জের অবশিষ্ট ৫০% আলাদা হিসাব খুলে ব্যাংকে জমা রাখা হবে। এর মধ্যে ১০% প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, পরামর্শদান ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা যাবে। অবশিষ্ট ৪০% জেলা/উপজেলার অনাদায় ও কুঋণের ঝুঁকিপূরণসহ মামলা মকদ্দমা, সভা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খাতে ব্যয় করা যাবে।

৫.৭ জেলা উপজেলা শাখা কর্তৃক আদায়কৃত ঋণ আবর্তক তহবিল হিসেবে পুনঃবিতরণ করা যাবে। আদায়কৃত (জেলা/উপজেলা কর্তৃক) সাঃচার্জ এর ১০% অর্থ ৩ (তিন) মাস অন্তর ডিডি এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫.৮ প্রতিটি জেলা/উপজেলায় বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জেলা/উপজেলা শাখা ঋণ বিতরণ করবে। বিতরণকৃত ঋণের সন্তোষজনক (৯১%-১০০%) আদায়ের ভিত্তিতে পুনরায় ঋণ বিতরণ করা যাবে। কোন কেন্দ্রে ঋণের অর্থ অব্যবহৃত থাকলে তা প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে আসা যাবে।

৫.৯ ঋণের অর্থ বা প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ জাতীয় মহিলা সংস্থার অন্য কোন কার্যক্রম/কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যয়/ব্যবহার করা যাবে না।

৬. ঋণের পরিমাণ ও শর্তাদি ঃ

৬.১. কর্মক্ষম, আর্থিক সঙ্গতিহীন ও বেকার মহিলাদের আয়বর্ধক স্ব-কর্মসংস্থানের নিমিত্তে জমানতবিহীন এককালীন প্রদেয় অর্থ ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

৬.২. ঋণের অর্থ ঋণ গ্রহীতারা ৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোন ক্ষুদ্র ব্যবসা উৎপাদনমুখী লাভজনক আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করতে পারবেন।

৬.৩. এ ঋণ জামানতবিহীন হবে।

৬.৪ আয়বর্ধক কর্মকান্ডের প্রকৃতি অনুসারে এক বছর হতে সর্বোচ্চ দুই বছর মেয়াদে ঋণ প্রদান করা হবে।

৬.৫ ঋণের টাকা প্রদানের ৩ মাস পর হতে কিস্তি প্রদান শুরু হবে।

৬.৬ ঋণ গ্রহীতাগণ একক অথবা দলগতভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। মাথাপিছু ৫০০০/- টাকা থেকে ১০,০০০/- টাখা পর্যন্ত ঋণ দেয়া যাবে । দলগতভাবে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে একটি দলকে উর্ধ্বে ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া যাবে । তবে ক্ষেত্র বিশেষে চলমান এবং বিশেষ সম্ভবনাময় প্রকল্পের বিপরীতে কেন্দ্রীয় দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণের পরিমাণ উর্ধ্বে এককভাবে ২০,০০০/- টাকা এবং দলীয়ভাবে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এ পরিমান সংস্থার নির্বাহী কমিটি যুক্তিসংগত কারণে প্রয়োজনে পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

৬.৭. প্রযুক্তিগত সেবা/কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে এককভাবে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হবে।

৬.৮. সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাপানো রশিদের মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা পরবর্তী কর্মদিবসে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা রাখবে এবং জেলা/উপজেলা কমিটি এ অর্থ ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে নিয়মানুযায়ী যথাশীঘ্র সম্ভব পুনঃবিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.৯. একজন নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীকে একাধারে তিনবারের বেশী ঋণ প্রদান করা যাবে না।

৬.১০. সংস্থার কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা তাদের পোষ্য/আত্মীয় এর অনুকূলে এ ঋণ প্রদান করা যাবে না। কেউ তথ্য গোপন করলে বিভাগীয় অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।

৭. ঋণের ক্ষেত্র ঃ

নিম্নবর্ণিত ক্ষুদ্র ব্যবসা বা উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে ঋণ প্রদান করা যাবে ঃ-

ক) হাঁস-মুরগী পালন;

খ) গবাদিপশু পালন;

গ) মৎস্য চাষ;

ঘ) ফল, ফুল ও সব্জীর চাষ;

ঙ) বাঁশ/বেত/হোগলার চাষ;

চ) ধান/গম ভাংগানো;

ছ) চামড়াজাত সামগ্রী তৈরী;

জ) পাটজাত সামগ্রী;

ঝ) খাদ্য প্রস্তুত/প্রক্রিয়াজাতকরণ;

ঞ) ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা;

ট) ইলেকট্রিক /ইলেকট্রনিক সামগ্রী/ মোবাইল সার্ভিসিং ও বিক্রি ;

ঠ) বিউটি পার্লার/প্রসাধন বিক্রী;

ড) পোষাক প্রস্তুত/সূচী শিল্প/তাঁত শিল্প/বুনন/নকশী কাথা;

ণ) বস্ত্র ছাপ/প্রিন্টিং;

ত) মোমবাতি শিল্প, ইত্যাদি।

উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও সংস্থা/কর্তৃপক্ষের নিকট যৌক্তিক বিবেচিত হলে এ জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঋণ প্রদান করা যাবে।

৮. সুবিধাভোগী (ঋণ গ্রহীতা) বাছাইয়ের মানদন্ড ঃ

৮.১. ঋণগ্রহীতা প্রার্থীর ভিটে-বাড়ি থাকতে হবে।

৮.২. প্রার্থীকে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে ;

৮.৩. প্রার্থীর ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞান থাকতে হবে ;

৮.৪. প্রার্থীর বয়স সীমা ১৮ বছর থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে হওয়া বাঞ্চনীয় ;

৮.৫. ঋণ গ্রহীতার পক্ষে একজন স্থানীয়, গণ্যমান্য ও স্বচ্ছল ব্যক্তিকে জামিনদার নিয়োগ করতে হবে, যিনি ঋণ গ্রহীতার অপরাগতায় ঋণের অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকবেন।

৮.৬. কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হলে (প্রমাণ সাপেক্ষে) প্রদত্ত ঋণ বাতিল করাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবে।

৯. ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি :

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে **'স্ব কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কমিটি'** এবং প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় জেলা ও উপজেলায় **'স্ব কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি'** থাকবে।

৯.১. স্ব কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম উপজেলা কমিটি ঃ

ক)	জাতীয় মহিলা সংস্থার উপজেলা শাখার চেয়ারম্যান	ঃ	সভাপতি
খ)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর মনোনীত প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
গ)	স্থানীয় মহিলা কলেজ/গার্লস স্কুলের প্রতিনিধি।	ঃ	”
ঘ)	সংস্থার সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ (২জন)	ঃ	”
ঙ)	উপজেলা সংগঠক/অফিস সহকারী (যেখানে উপজেলা সংগঠক নেই)	ঃ	সদস্য সচিব

অত্যাবশ্যক হলে কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ক) উপজেলা শাখায় প্রাপ্ত আবেদন অনুযায়ী প্রস্তাবিত কার্যক্রম/কর্মসূচির সম্ভাব্যতা যাচাই, দলনেত্রী, দলীয় সদস্য এবং জামিনদার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে আবেদনকারী/আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারগ্রহণ; সন্তোষজনক সাক্ষাৎকার ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রস্তুতকরণ, ঋণের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক ঋণের সুপারিশমালা প্রস্তুত ;

খ) দলনেত্রী/আবেদনকারী ও জামিনদারকে সনাক্ত করে জাতীয় মহিলা সংস্থার উপজেলা চেয়ারম্যানগণ এর প্রত্যয়নপত্রসহ সংস্থার সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসে প্রেরণ ;

গ) সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক ঋণ অনুমোদনের পর ঋণগ্রহীতার সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন এবং ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) উপজেলা শাখার ঋণ বিতরণ ও আদায় অগ্রগতি পর্যালোচনা; এবং

ঙ) খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.২. স্ব কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম জেলা কমিটি ঃ

ক)	জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা শাখার চেয়ারম্যান	ঃ	সভাপতি
খ)	জেলা প্রশাসক এর মনোনীত প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
গ)	স্থানীয় মহিলা কলেজ/গার্লস স্কুলের প্রতিনিধি।	ঃ	”
ঘ)	সংস্থার সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ (২জন)	ঃ	”
ঙ)	জেলা কর্মকর্তা/নির্বাহী অফিসার	ঃ	সদস্য সচিব

অত্যাবশ্যক হলে কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ক) জেলা শাখায় প্রাপ্ত আবেদন অনুযায়ী প্রস্তাবিত কার্যক্রম/কর্মসূচির সম্ভাব্যতা যাচাই, দলনেত্রী, দলীয় সদস্য এবং জামিনদার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে আবেদনকারী/আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ;

খ) সন্তোষজনক সাক্ষাৎকার ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রস্তুতকরণ, ঋণের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক ঋণের সুপারিশমালা প্রস্তুত ;

গ) দলনেত্রী/আবেদনকারী ও জামিনদারকে সনাক্ত করে জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্রসহ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

ঘ) প্রধান কার্যালয় হতে অনুমোদনের পর ঋণগ্রহীতার সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন এবং ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) উপজেলা শাখা থেকে প্রাপ্ত ঋণের আবেদন পরীক্ষা/পর্যালোচনা করে অনুমোদন করা ;

(চ) অনুমোদিত ঋণের বিপরীতে তহবিল প্রেরণের জন্য প্রধান কার্যালয়ে চাহিদা পত্র প্রেরণ ;

ছ) প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তহবিল দ্বারা ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

জ) জেলা/উপজেলা শাখার ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ;

ঝ) খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৯.৩ 'স্ব কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কমিটি'র গঠন হবে নিম্নরূপ ঃ

ক)	চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা	সভাপতি
খ)	নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা	সদস্য
গ)	সংস্থার নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য	”
ঘ)	উপ সচিব (জামস), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	”
ঙ)	পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা	”
চ)	উপপরিচালক , জাতীয় মহিলা সংস্থা	”

ঙ) সহকারী পরিচালক(প্রকল্প), জাতীয় মহিলা সংস্থা ”

চ) সহকারী পরিচালক(হিঃ ও অর্থ) ”

ছ) আইন কর্মকর্তা/আইন উপদেষ্টা, জামস ”

জ) স্বকর্ম সহায়ক কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থার কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক, জামস। সদস্যসচিব

অত্যাবশ্যক হলে কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

কামিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ক) জেলা শাখা হতে সুপারিশকৃত ঋনের বিপরীতে আবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

খ) ঋণ বিতরণ ও আদায় অগ্রগতি পর্যালোচনা ;

গ) খেলাপী ঋণ আদায়ে পরামর্শ প্রদান ;

ঘ) তহবিলের টাকার হিসাব বিবরণী প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

১০. ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের নিয়মাবলী ঃ

১০.১. আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরমে সংস্থার সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

১০.২. আবেদনপত্রটি জেলা/উপজেলা কমিটি বাছাই করবে।

১০.৩. প্রয়োজনে গুরুত্ব বিবেচনার জন্যে সরেজমিনে প্রকল্প/কার্যক্রম প্রস্তাব যাচাই করে দেখবেন।

১০.৪. প্রস্তাব বাছাইয়ের পর জেলা কমিটি হতে সুপারিশ সহকারে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১০.৫ প্রস্তাব বাছাইয়ের পর উপজেলা হতে সুপারিশ সহকারে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১০.৬. জেলা/প্রধান কার্যালয় হতে প্রকল্প/কার্যক্রম অনুমোদনের পর আবেদনকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা কমিটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করবে এবং চেক মারফত অনুমোদিত ঋণের অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.৭. প্রদত্ত ঋণের টাকার উপর ৭% সার্ভিস চার্জ ধার্য করে মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ২০ কিস্তিতে ঋণের টাকা পরিশোধের শর্তে দলনেত্রী এবং জামিনদারের নিকট হতে ৩০০/-(তিনশত) টাকার একটি নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঋণ চুক্তি (যৌথ) সম্পাদন করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা ষ্ট্যাম্প এর খরচ বহন করবেন।

১১. অবলোপন ঃ

সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ঋণ বা এর কোন অংশ অবলোপন বা মওকুফ করা যাবে না। তবে জাতীয়ভাবে ঘোষিত দুর্যোগের কারণে প্রয়োজনে ঋণ পুণঃতফসিল করা যাবে। শুধুমাত্র ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুর ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ধর্মীয় অনুশাসন মোতাবেক ঋণ গ্রহীতার স্ব-নামে রক্ষিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি হতে ঋণের পরিমাণ অর্থ পরিশোধ/আদায় সম্ভব না হলে ঋণের সার্ভিস চার্জসহ সকল আসল পাওনা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পৌরসভা কমিশনার/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সুপারিশক্রমে আংশিক/সম্পূর্ণ অবলোপন করা যাবে। জেলা কমিটি'র প্রস্তাবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১২. পরিদর্শন ও মনিটরিং ঃ

ঋণ বিতরণ ও আদায়ে মাঠ পর্যায়ের সামগ্রিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়, জেলা, উপজেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিদর্শন করতঃ অব্যাহতভাবে মনিটরিং কার্যক্রম বলবৎ রাখবেন। জেলা/উপজেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ এলাকার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। "মনিটরিং এর প্রধান লক্ষ্য হবে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণে পরামর্শদান এবং সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা। মনিটরিং এর জন্য হ্যবহার্য একটি চেকলিষ্ট পরিশিষ্ট '৪'এ প্রদর্শিত হল।"

১৩. রেজিষ্টার ও হিসাব সংরক্ষণ ঃ

ঋণ বিতরণের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে তহবিলসমূহের লেন-দেন হিসাব সংরক্ষণের জন্য ক্যাশবহি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. নিরীক্ষণ ঃ

জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর্যায়ে ও বৎসরান্তে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ছাড়াও সরকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

১৫. প্রতিবেদন তৈরীকরণ ও প্রেরণ ঃ

এ কার্যক্রমের অগ্রগতির মাসিক নির্ভুল প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয় বরাবরে দাখিল করতে হবে।

১৬. নীতিমালা সংশোধনী ঃ

১৬.১ জাতীয় মহিলা সংস্থা, সরকারের অনুমোদনক্রমে এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন এবং সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬.২ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং মশিবিম/শা-৫-জামস-১০/৯৬-২৮৬ তাং-২৬/০৫/১৯৯৭ইং স্মারকে অনুমোদিত 'স্ব কর্ম সহায়ক ঘুর্ণায়মান তহবিল ও ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা' এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে, উক্ত নীতিমালার আওতায় ইতিপূর্বে গৃহীত সকল কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ নীতিমালার আওতায় সম্পন্ন হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে।

১৬.৩ এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে বিতরণকৃত ঋণ অনাদায়ী থাকলে তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের জারিকৃত নীতিমালা অনুযায়ী আদায়ের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

সংযুক্তি ঃ কার্যক্রম ব্যবহারযোগ্য নমুনা ফরমসমূহ ঃ

ক) ঋণ আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট -১)

খ) ঋণ গ্রহিতা ও জামিনদারের চুক্তিপত্র (পরিশিষ্ট-২)

গ) জামিনদারের অঙ্গীকারনামা (পরিশিষ্ট-৩)

ঘ) ঋণের কিস্তি আদায় রশিদ (পরিশিষ্ট-৪)

ঙ) মনিটরিং চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট-৫)

চ) ঋণ আদায় কার্যক্রমের মাসিক বিবরণী (পরিশিষ্ট-৬)

ছ) ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল স্থিতির মাসিক হিসাব (পরিশিষ্ট-৭)

পরিশিষ্ট - ১

জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত স্বকর্ম সহায়ক ঋণের আবেদন

বরাবর

চেয়ারম্যান

. . . . . জেলা/উপজেলা শাখা

জাতীয় মহিলা সংস্থা।

বিষয় ঃ স্বকর্ম সহায়ক ঋণের জন্য আবেদন।

জনাব,

আমি/আমরা কর্মক্ষম আর্থিক সঙ্গতিহীন মহিলা। কর্মসংস্থানের অভাবে আমি/আমরা দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করছি। পুঁজির অভাবে আমি/আমরা বা আমার/আমাদের পরিবারের কোন সদস্য আয়বর্দ্ধক কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছি না। এমতাবস্থায় আমি/আমরা আপনার সংস্থার 'স্বকর্ম সহায়ক ঋণদান কার্যক্রমে'র আওতায় . . . . . আয়বর্দ্ধক কার্যক্রমে বিনিয়োগ করার জন্যে . . . . (কথায় . . . .) টাকা ঋণ মঞ্জুরীর জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমি/আমরা নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমাকে/আমাদেরকে প্রার্থীত অর্থ প্রদান করা হলে কিস্তি মোতাবেক প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করতে এবং এতদসঙ্গে যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকব। অপর পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করেছি।

আপনার বিশ্বস্ত

আবেদনকারী/দলনেত্রীর স্বাক্ষর

আবেদনকারী/দলনেত্রীর নাম ঃ ----------

পিতা /স্বামীর নাম ----------

মাতার নাম ----------

গ্রাম ---------- ওয়ার্ড নং ----------

ইউনিয়ন ----------

উপজেলা---------- জেলা ----------

দলগত আবেদনের ক্ষেত্রে (সকল সদস্যের নাম ও স্বাক্ষর, পিতা/স্বামীর নাম)ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	স্বাক্ষর
০১			
০২			
০৩			
০৪			

২। আবেদনকারী সম্পর্কে তথ্যাদি ঃ

(ক) ভিটে বাড়ীসহ নিজ জমির পরিমাণ ঃ

(খ) আয়বর্দ্ধক কর্মকান্ডের বিবরণ ঃ

১. প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ঃ

২. কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ---

৩. নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ ---

৪. আয়বর্দ্ধক কর্মকান্ডে সম্ভাব্য মাসিক/বার্ষিক/এককালীন আয় ---------- (টাকা)।

৩। প্রস্তাবিত অর্থের ব্যবহার/খরচের বিবরণ ঃ

৪। জেলা/ উপজেলা কমিটির সুপারিশ ঃ

নাম ও স্বাক্ষর

জেলা কর্মকর্তা/উপজেলা সংগঠক

নাম ও স্বাক্ষর ঃ

জেলা/উপজেলা শাখার চেয়ারম্যান

৫। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ঃ

উলেখিত ঋণ আবেদন পরীক্ষান্তে বাস্তবায়ন উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় উহার অনুকূলে ----------
(কথায় ----------) টাকা অনুমোদন করা হল।

নাম ও স্বাক্ষর	নাম ও স্বাক্ষর	নাম ও স্বাক্ষর ঃ
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	নির্বাহী পরিচালক, জামস	চেয়ারম্যান, জামস

পরিশিষ্ট - ২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতীয় মহিলা সংস্থা

স্বকর্ম সহায়ক ঋণের চুক্তিপত্র

(দলনেত্রী ও জামিনদারের যৌথ)

তারিখ			

----------আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য চুক্তিপত্র বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় মহিলা সংস্থার 'স্ব কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম' এর আওতায় জেলার ক্ষেত্রে জেলা ----------এর পক্ষে জেলা চেয়ারম্যান/জেলা কর্মকর্তা/জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা সংগঠক/অফিস সহকারী---------- প্রথম পক্ষ।

ঋণ গ্রহীতা ---------- পিতা/স্বামী ---------- গ্রাম/ওয়ার্ড ---------- ইউনিয়ন ---------- উপজেলা/থানা ---------- জেলা ---------- দ্বিতীয় পক্ষ।

অদ্য ---------- তারিখে ২য় পক্ষ কর্তৃক জামিনদারের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সমঝোতা ও নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলার অঙ্গীকারে এ চুক্তিপত্র সম্পাদিত হল ঃ

শর্তাবলী ঃ

১। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে ---------- আয়বর্ধক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য টাকা ---------- (কথায়)---------- পুঁজি হিসেবে দিতে সম্মত হয়েছেন। এ ঋণের টাকা ---------- ক্রয় ও অনুমোদিত আয়বর্ধক।

২। দ্বিতীয় পক্ষ মঞ্জুরীকৃত টাকা নির্ধারিত আয়বর্ধক কর্মকান্ড বহির্ভুত কোন কাজে ব্যয় করতে পারবেন না।

৩। দ্বিতীয় পক্ষ ঋণ মঞ্জুরীকৃত টাকা ৭% সরল সুদে (Flate rate) সার্ভিস চার্জসহ ২৪ কিস্তিতে পরিশোধ করবেন।

৪। প্রথম কিস্তি শুরু হবে ঋণের অর্থ গ্রহণের তারিখ হতে ৩(তিন) মাস পর। প্রতি কিস্তি টাকা ---------- -- হিসেবে পরিশোধ করবেন।

৫। প্রথম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ----------

৬। শেষ কিস্তি পরিশোধের তারিখ ----------

৭। দ্বিতীয় পক্ষ হতে ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত উপকরণ, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রথম পক্ষের মালিকানায় থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিতীয় পক্ষ ঋণের সমস্ত টাকা (সার্ভিস চার্জসহ) পরিশোধ করবেন। এ সময় দ্বিতীয় পক্ষ পূর্বেল্লিখিত উপকরণ, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি বিক্রয় করা বা বন্ধক দেয়া কিংবা অন্য কোন উপায়ে ঐগুলো হস্তান্তর করতে পারবেন না যতক্ষণ না সকল কিস্তি সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করবেন।

৮। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হলে, দ্বিতীয় পক্ষ আইনসম্মতভাবে ঋণের টাকা ও অন্যান্য উপকরণাদির মালিকানা অর্জন করবেন।

৯। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নিকট হতে গৃহীত ঋণের কিস্তি যথারীতি পরিশোধ না করলে অথবা এ চুক্তির কোন শর্ত অমান্য করলে, দ্বিতীয় পক্ষ উপকরণ, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন এবং ঐগুলো প্রথম পক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

১০। দ্বিতীয় পক্ষ পৃথক কাগজে এই মর্মে প্রত্যয়ন করবেন যে, ইতোপূর্বে তিনি অন্য কোন ঋণ প্রদানকারী সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেননি অথবা যদি কোন ঋণ গ্রহণ করে থাকেন তা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেছেন (এ ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে এতদসংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে)।

১১। এ চুক্তিপত্রে বর্ণিত কোন শর্ত/শর্তাবলী মেনে চলতে যদি দ্বিতীয় পক্ষ ব্যর্থ হন তাহলে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে জনস্বার্থে উপযুক্ত প্রশাসনিক/আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

১২। এ চুক্তিপত্রের প্রতিটি ধারা আমার কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আমি এর প্রতিটি ধারা ও শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

প্রথম পক্ষ	দ্বিতীয় পক্ষ
জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা/উপজেলা শাখার চেয়ারম্যানের নাম ও স্বাক্ষর	১. ঋণ গ্রহণকারীর স্বাক্ষর (দলগত ঋণের ক্ষেত্রে সকল সদস্যদের স্বাক্ষর ২. ৩. ৪. ৫.
স্বাক্ষী ঃ	
১। জামিনদারের নাম ও স্বাক্ষর	২।
৩।	৪।

পরিশিষ্ট - ৩

জামিনদারের অংগীকার নামা

আমি ---------- স্বামী/পিতা ঃ----------
বর্তমান ঠিকানা ঃ----------, স্থায়ী ঠিকানা ঃ----------
---------- পেশা ঃ---------- বর্তমান মাসিক আয় ঃ----------এই মর্মে অঙ্গীকার/প্রতিজ্ঞা করছি যে, জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতাধীন স্বকর্ম সহায়ক ঋণ প্রকল্প হতে ----------
---------- সংগঠনের দলনেত্রী বেগম ----------স্বামী/পিতা ঃ -----
---------- বর্তমান ঠিকানা ঃ ----------
----------স্থায়ী ঠিকানা ঃ ---------- কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য --
---------- তারিখে ---------- টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি আমার পরিচিত/আত্মীয়। সংগঠনের দলনেত্রী বেগম ----------
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত সার্ভিস চার্জসহ ঋণের সমুদয়/বকেয়া অর্থ জাতীয় মহিলা সংস্থাকে পরিশোধে বাধ্য থাকব। ঋণ আদায়ে সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হলে অথবা দলনেত্রীর অপারগতায় নিজ হতে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে আমার বিরুদ্ধে জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃপক্ষ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন। এতে আমার কোন ওজর আপত্তি চলবে না।

আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, ঋণ গ্রহীতা যথাসময়ে সংস্থার ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে আমার অবর্তমানে আমার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/ভাই/বোন (অথবা অন্য কোন সম্পর্ক) তা উল্লেখ করতে হবে।

নাম ---------- বর্তমান ঠিকানা ----------স্থায়ী ঠিকানা ঃ ----------বয়স ----------পেশা ---------- মাসিক আয় ---------- উলেখিত ঋণের সমুদয়/বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় সংস্থা তার/তাদের বিরুদ্ধে ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১। স্বাক্ষীর স্বাক্ষর ঃ পূর্ণ নাম ঃ পূর্ণ ঠিকানা ঃ	জামিনদারের স্বাক্ষর ঃ পূর্ণ নাম ঃ পূর্ণ ঠিকানা ঃ
২। জামিনদারের অপারগতায় ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণকারী আত্মীয়ের নাম ঃ স্বাক্ষর ঃ	

পরিশিষ্ট - ৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জতীয় মহিলা সংস্থা

স্বকর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম

(ঋণের কিস্তির টাকা আদায় রশিদ বহি)

নং ----------

১। ঋণ গ্রহীতার নাম ঃ

স্বামী/পিতার নাম ঃ

গ্রাম ঃ

পোঃ-

ইউনিয়ন ঃ

উপজেলা ঃ

জেলা ঃ

২। আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ----------

৩। কিস্তির নম্বর ----------

তাং ----------

আদায়কারীর নাম, স্বাক্ষর ও পদবী

পরিশিষ্ট - ৫

মনিটরিং চেকলিষ্ট

ঋণ কার্যক্রমকে গতিশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার জন্য মনিটরিং অত্যাবশ্যক। মনিটরিং ও পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের গতি, প্রকৃতি, ভুলভ্রান্তি, পরিমাণ, গুণগতমান লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন, সঠিকভাবে ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, ঋণের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদির পাশাপাশি কর্মীদের সমস্যা, সংস্থার সাংগঠনিক ও কাঠামোগত সমস্যা, নীতিমালার সমস্যা, ইত্যাদি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। মনিটরিং এর সহায়ক একটি চেকলিষ্ট নমুনা নীচে দেয়া হল ঃ

	বিষয়		Classification		সিদ্ধান্ত
(১)	ঋণের কিস্তি আদায়	(১)	১০০% - ৯৯%	(১)	ঠিক আছে
		(২)	৯৯% - ৯৮%	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	<৯০%	(৩)	ঠিক নাই
(২)	মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা	(১)	সকলেই ঋণের পরিমাণ, কিস্তি, ঋণস্থিতি বলতে পারে	(১)	ঠিক আছে

		(২)	৯০% বলতে পারে	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	<৯০% বলতে পারে	(৩)	ঠিক নাই
(৩)	হিসাব সংক্রান্ত	(১)	প্রতিদিনের পোষ্টিং প্রতিদিন দেয়া হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।	(১)	ঠিক আছে
		(২)	মাঝে মাঝে পরের দিন পোষ্টিং দেয়া হয়	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	একদিনের বেশী হিসাব আপডেট থাকে না	(৩)	ঠিক নাই
(৪)	হস্ত মজুদ সংক্রান্ত	(১)	প্রতিদিনের অর্থ প্রতিদিন ব্যাংকে জমা হয়।	(১)	ঠিক আছে
		(২)	কোন কারনে পরের দিন সকালে জমা হয়।	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	একদিনে বেশী হস্ত মজুদ থাকে।	(৩)	ঠিক নাই
(৫)	ঋণের ব্যবহার সম্পর্কে	(১)	প্রত্যেক ঋণী উলেখিত ঋণের কর্মসূচীতে ব্যবহার করছে এবং যাচাই করা হয়েছে।	(১)	ঠিক আছে
		(২)	৯০% এর কম ঋণী উলেখিত কর্মসূচীতে ঋণ ব্যবহার করছে এবং অবশিষ্ট ১০% প্রকল্প পরিবর্তন করেছে।	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	৯০% ঋণী সঠিকভাবে ঋণ ব্যবহার করেছে	(৩)	ঠিক নাই
(৬)	অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়	ঃ			
(৭)	মন্তব্য/মতামত				
					স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট -৬

ঋণ আদায় কার্যক্রমের মাসিক বিবরণী ঃ

ক্রঃ নং	বিবেচ্য মাসে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		বিবেচ্য মাসে আদায়		আদায়ের হার %		মাস শেষে আদায়যোগ্য অবশিষ্ট		মন্তব্য
১	২		৩		৪		৫		৬
	মূলধন	সাঃচার্জ	মূলধন	সাঃচার্জ	মূলধন	সাঃচার্জ	মূলধন	সাঃচার্জ	

পরিশিষ্ট- ৭

ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল স্থিতির মাসিক হিসাব (সকল অংক টাকায়)

বিবেচ্য মাসের শুরুতে স্থিতি	বিবেচ্য মাসে নূতন তহবিল প্রাপ্তি	মোট তহবিল (১+২)	বিবেচ্য মাসে আসল আদায়	বিবেচ্য মাসে সাঃচার্জ আদায়	বিবেচ্য মাসে বিতরণকৃত তহবিল	মাস শেষে মোট তহবিল স্থিতি (৩+৪+৫+৬)	মন্তব্য
ব্যাংকে মজুদ							